কোরবানির জন্য মেহেরপুরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ‘কালু’

আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে মেহেরপুরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘কালু’ নামের বিশাল আকৃতির একটি ষাঁড়। প্রায় ১ হাজার ৪০০ কেজি ওজনের গরুটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ।

গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী জহুরুল ইসলামের বাড়িতে থাকা পাকিস্তানি শাহিওয়াল জাতের এ ষাঁড়টি দেখতে আশপাশের জেলা থেকেও মানুষ ছুটে আসছেন।

তবে পরিবারের দাবি, ষাঁড়টিকে সন্তানের মতো করে লালন-পালন করেছেন জহুরুল ইসলামের স্ত্রী হোসনেয়ারা খাতুন। কালো ও হালকা লাল রঙের মিশেলে গড়া শক্তপোক্ত গঠনের গরুটি সহজেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে।

হোসনেয়ারা খাতুন জানান, আড়াই বছর ধরে পরিবারের সদস্যের মতো করেই ‘কালু’কে বড় করা হয়েছে। কোনো ধরনের ইনজেকশন বা কৃত্রিম পদ্ধতি ছাড়াই ঘাস, তুষ, চালের গুঁড়া, খৈল ও গুড় খাইয়ে লালন-পালন করা হয়েছে। বর্তমানে গরুটির পেছনে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা খরচ হয়।

তিনি আরও জানান, গরুটির দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ৭ ফুট এবং উচ্চতা সাড়ে ৬ ফুট। অনেক ক্রেতা এসে গরুটি দেখে গেলেও এখনো কাঙ্ক্ষিত দাম পাওয়া যায়নি। উপযুক্ত দাম না পেলে কালুকে ঢাকার পশুর হাটে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতিবেশী আতিয়ার রহমান বলেন, “হোসনেয়ারা খুব পরিশ্রমী নারী। তার স্বামী বিদেশে থাকলেও বাড়িতে বর্তমানে ১১টি গরু রয়েছে, যা তিনি নিজেই লালন-পালন করেন। তবে সবগুলোর মধ্যে কালু সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয়।”

জহুরুল ইসলামের ভাই শাহাজান আলী বলেন, “আমরা মালয়েশিয়া থেকে ঈদ করতে বাড়িতে এসেছি। বড় ভাবি আড়াই বছর ধরে কালুকে নিজের সন্তানের মতো করে বড় করেছেন। তিনি নিজ হাতে খাওয়ানো, গোসল করানো এমনকি গরমে হাতপাখা দিয়ে বাতাসও করেন। এই ভালোবাসার মূল্য টাকা দিয়ে

বিচার করা যাবে না।”

আরেক প্রতিবেশী হাফিজ আলী বলেন, “আমাদের এলাকায় কালুর মতো এত বড় ষাঁড় আর নেই। স্থানীয়ভাবে বড় গরুর চাহিদা কম হওয়ায় ভালো দাম পাওয়া নিয়ে কিছুটা শঙ্কা রয়েছে। এজন্য কালুকে ঢাকার হাটে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।”

জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্যমতে, মেহেরপুর জেলায় ছোট-বড় প্রায় এক হাজার খামারি রয়েছেন। এ বছর কোরবানির জন্য জেলায় প্রস্তুত রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৫৬৯টি পশু।

এর মধ্যে ষাঁড় গরু রয়েছে ৪০ হাজার ৩৪৯টি, বলদ ৪ হাজার ৮৪৪টি, গাভি ৮ হাজার ৫০৯টি, মহিষ ৪৮২টি, ছাগল ১ লাখ ১৫ হাজার ৬৬৫টি এবং ভেড়া ২ হাজার ৭২০টি।

জেলায় কোরবানির পশুর চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ২৩৪টি। সে হিসেবে প্রায় ৮২ হাজার ৩৩৫টি পশু উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রাণিসম্পদ বিভাগ।

গাংনীতে এক রাতেই ৩টি ট্রান্সফরমার চুরি, অনিশ্চয়তায় ৩শ বিঘা জমির ফসল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি মাঠ থেকে কৃষকদের সেচ পাম্পের তিনটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে।

ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় স্কিমের আওতায় থাকা প্রায় ৩শ বিঘা আবাদি জমির সেচ কার্যক্রম নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।

রোববার (১০ মে) রাতের কোনো এক সময় গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের মাঠ থেকে সৌরভ, পারুলা ও মিলনের পৃথক স্থানে থাকা তিনটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়।

করমদি গ্রামের মিলন হোসেন জানান, রাতের আঁধারে সেচ পাম্পের ট্রান্সফরমারটি চুরি করে নিয়ে গেছে চোরচক্র। এই সেচ প্রকল্প থেকেই তার সংসার চলে। এখন তার স্কিমের আওতায় থাকা প্রায় ১২০ বিঘা জমি সেচ সংকটে পড়বে। নতুন ট্রান্সফরমার কিনতে প্রায় এক লাখ টাকা লাগবে, যা তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়।

একই এলাকার আরেক ভুক্তভোগী সৌরভ হোসেন বলেন, সকালে মাঠে গিয়ে দেখেন খুঁটিতে থাকা ট্রান্সফরমারটি মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ট্রান্সফরমারের ভেতরের তেল ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ চোরেরা নিয়ে গেছে। বিষয়টি বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসে জানানো হলে তারা পুরো ট্রান্সফরমারের মূল্য জমা দেওয়ার কথা জানায়।

পারুল খাতুন বলেন, তার ট্রান্সফরমারটি লোহার শেকল ও রড দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা ছিল। তারপরও চোরেরা সেটি চুরি করে নিয়ে গেছে। একই রাতে তিনটি ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় প্রায় ৩২০ বিঘা ফসলি জমির সেচ কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুতের বামন্দী জোনাল অফিসের এজিএম (কম) সৌমিক জানান, উপজেলার করমদি গ্রামের মাঠ থেকে তিনটি ট্রান্সফরমার চুরির খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে এসে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে দ্রুত নতুন ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা হবে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় পুলিশ ইতোমধ্যে চোরচক্রের এক সদস্যকে চোরাই মালামালসহ আটক করেছে। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুরো চক্রকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

গাংনীর মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে অ্যাড. সাকিল আহমাদের নাম

ঘোষণা

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ১০০ জন উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ঘোষিত তালিকায় মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে স্থান পেয়েছেন অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং পেশাগত সততার ভিত্তিতে প্রার্থীদের বাছাই করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গাংনী পৌরসভার জন্য অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

তিনি বর্তমানে দেশের একজন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদমর্যাদার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং গাংনী এলাকার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

সাকিল আহমাদ এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনসিপি হতে মনোনয়ন পেয়ে জোটের স্বার্থে মনোনয়ন দাখিল করেননি।

মনোনয়ন ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেন, “দল আমাকে যে আস্থা ও দায়িত্ব দিয়েছে, তা আমি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করছি। গাংনী পৌরবাসীর সার্বিক উন্নয়ন, সুশাসন ও আধুনিক নাগরিক সেবা নিশ্চিত করাই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য।”

এদিকে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে এ ঘোষণাকে ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে। তারা আশা করছেন, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে গাংনী পৌরসভা নতুন উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে যাবে।

গাংনীতে দুই মোটরসাইকেল

মুখোমুখি ধাক্কায় শিশুসহ ৪জন আহত

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতাল বাজারে দটি মোটরসাইকেল মুখোমুখি ধাক্কায় শিশুসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ রবিবার বিকাল ৫ টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন সদর উপজেলার আলমপুর গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে সেলিম রেজা (৪৫), হারুনের ছেলে রবিউল ইসলাম(৪৩), গাংনীর চৌগাছার আলামিনের ছেলে আলিফ (১৪), ও ছরোয়ার হোসেনের ছেলে সিফাত (১৪)। আহতরা সকলেই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

আহত রবিউল ইসলাম জানান, আলমপুর থেকে এক আত্নীয়র জানাজায় অংশ নিতে মোটরসাইকেল যোগে তেরাইল গ্রামে যাচ্ছিলেন।

এসময় বিপরিত দিক থেকে আসা একটি দ্রত গতির এপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল তাদের মুখোমুখি ধাক্কায় দেয়। এসময় দুই মোটরসাইকেল থেকে সকলেই ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তবে সেলিম রেজার অবস্থা আশংকাজনক।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার জানান,ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে ট্রান্সফরমার চোরচক্রের সদস্য আটক, পালিয়েছে আরও কয়েকজন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের অভিযানে ট্রান্সফরমার চোরচক্রের এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত গভীর রাতে বামন্দী পশুহাট মোড় এলাকায় অভিযান

চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চক্রের আরও কয়েকজন সদস্য পালিয়ে যায়।

আটককৃত ব্যক্তি হলেন কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার রেফায়েতপুর ইউনিয়নের লক্ষীখোলা গ্রামের কালু মালিথার ছেলে উজ্জ্বল মালিথা (৪৮)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে স্থাপিত ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা বেড়ে যায়। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রান্সফরমার চোরচক্রকে শনাক্ত ও আটকে মাঠে নামে পুলিশ।

এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতে বামন্দী পশুহাট মোড় এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বামন্দী ক্যাম্প পুলিশ। অভিযানের সময় উজ্জ্বল মালিথাকে আটক করা হলেও তার সহযোগী আরও কয়েকজন সদস্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পুলিশ জানায়, আটককৃত ব্যক্তি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চোরচক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। পলাতক সদস্যদের শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা চলছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, আটককৃতের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রোববার তাকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হবে। পাশাপাশি ট্রান্সফরমার চুরির সঙ্গে জড়িত অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে লাটাহাম্বার কেড়ে নিল প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীর প্রাণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় স্যালো ইঞ্জিনচালিত অবৈধ যান লাটাহাম্বার চাপায় সানজিদা খাতুন (৬) নামে প্রথম শ্রেণির এক

শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (৯ মে) সকাল পৌনে ১১টার দিকে তেঁতুলবাড়িয়া-বামন্দী সড়কের করমদি সন্ধানী মোড়ের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় চালক সাব্বির হোসেনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে স্থানীয় জনতা।

নিহত সানজিদা খাতুন করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং করমদি গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী সাজেদুল হকের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, সানজিদা খাতুন রাস্তা পার হওয়ার সময় তেঁতুলবাড়িয়া এলাকা থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা বালুবোঝাই স্যালো ইঞ্জিনচালিত অবৈধ যান লাটাহাম্বার তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটির মৃত্যু হয়।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ক্ষুব্ধ জনতা তাকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে দুটি ট্রান্সফরমার চুরি, দুশ্চিন্তায় কৃষক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ পাম্পের দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে।

ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় স্কিমের আওতায় থাকা ফসল নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।

বুধবার (৬ মে) রাতের কোনো এক সময় গাংনীর রামনগর ও চরগোয়াল

গ্রামের মাঠ থেকে পৃথকভাবে দুটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়।

রামনগর গ্রামের কৃষক খলিল জানান, সেচ পাম্পে থাকা ট্রান্সফরমারটি রাতে চোরেরা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যায়।

সকালে জমিতে সেচ দিতে গিয়ে তিনি দেখেন বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পরে খুঁটির দিকে তাকিয়ে দেখেন ট্রান্সফরমারের সংযোগ তার বিচ্ছিন্ন।

নিচে পড়ে আছে ট্রান্সফরমারের ভেতরের তেল ও অন্যান্য সামগ্রী। তিনি বিষয়টি বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসে জানিয়েছেন। অপরদিকে চরগোয়াল গ্রামের কৃষক জাকির হোসেনের সেচ পাম্পের ট্রান্সফরমারটিও চুরি হয়েছে।

জাকির হোসেন বলেন, “আমার ট্রান্সফরমারটি লোহার শেকল ও রড দিয়ে মজবুত করে বাঁধা ছিল। তারপরও চোরেরা সেটি খুলে নিয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না। দ্রুত চোরদের আইনের আওতায় না আনলে মাঠ ফাঁকা হয়ে যাবে।”

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বামন্দী জোনাল অফিসের এজিএম (কম) সৌমিক জানান, রামনগর ও চরগোয়াল এলাকা থেকে দুটি ট্রান্সফরমার চুরির খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, ট্রান্সফরমার চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীর সাহারবাটি ইউপিতে ক্রীড়া সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদে খেলাধুলার সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এডিবি’র অর্থায়নে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল, ভলিবল এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, সাহারবাটি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল সরবরাহ করা হয়েছে এবং এলাকার বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত মানের হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, এডিবি’র প্রতিনিধি কামরুল হাসান, ইউপি সদস্য বাশিরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, আব্বাস আলীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকরা।

সুমাইয়া খাতুন নামে এক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মা বলেন, “আমার মেয়ে চলাফেরা করতে অনেক কষ্ট পায়। হুইলচেয়ারটি পেয়ে অনেক উপকার হলো। এখন তাকে সহজে যাতায়াত করাতে পারব।”

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারা বলেন, “কেউ পিছিয়ে থাকবে না এই লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার, ফুটবল ও ভলিবল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিষ স্প্রে মেশিন ও আরসিসি পাইপও বিতরণ করা হয়েছে।”

গাংনীর বামন্দীতে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা

জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রেড লাইসেন্স না থাকা এবং ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করাই দুই ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় অভিযানকালে এ জরিমানা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক (অ. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গাংনী উপজেলায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ ধারা অনুসারে ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মূল্য তালিকা না থাকার কারণে হায়বাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৫ হাজার টাকা ও মাসুম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এ সময় অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার প্রদান-সংরক্ষণ করা, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জন্য এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান চালমান থাকবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরিবারে সহায়তার হাত বাড়ালেন গাংনীর

ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভ্যানচালক আব্দুল লতিবের পরিবারের দুর্দশার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

মঙ্গলবার বিকেলে ইউএনও আনোয়ার হোসেন নিজে আব্দুল লতিবের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং তাদের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ ১০ হাজার টাকা তুলে দেন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে লতিবের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি চুরি হয়ে যায়। পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে তিনজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় তারা চরম মানবিক সংকটে পড়ে এবং অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকে। এ ঘটনায় স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে।

ইউএনও আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংবাদটি দেখেই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্যোগ নিয়েছি। অসহায় এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। ভবিষ্যতে তাদের জন্য স্থায়ীভাবে কিছু করার চেষ্টা থাকবে।”

এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ফারুক হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সহায়তা পেয়ে আব্দুল লতিব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ। এতে আমাদের পরিবার উপকৃত হলো।”

স্থানীয়রা জানান, প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও পরিবারটির স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য একটি নতুন ভ্যান বা আয়বর্ধক সহায়তা প্রদান জরুরি।